চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৪.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধের শহীদরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান: মেয়র ডা. শাহাদাত

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদনকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের শহীদরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান তাই তাদের স্মৃতিকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে বধ্যভূমি সংরক্ষণ জরুরি। রোববার চট্টগ্রামের পাহাড়তলী বধ্যভূমিতে শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বদ্ধভূমিতে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মেয়র বলেন, ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের দেশের যেসব সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন দেশের বুদ্ধিজীবীরা, যারা ছিলেন দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদন্ড। "শহিদুল্লাহ কায়সার কিংবা জহির রায়হান বা ডাক্তার আব্দুল আলিম কিংবা গোবিন্দচন্দ্রসহ বুদ্ধিজীবীদের সেদিন হত্যা করা হয়েছিল জাতিকে মেধাশূন্য করতে। তাদের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। তবে, স্বাধীনতার যে মূল মন্ত্র ন্যায্যতা, সাম্যতা, মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায্যবিচার এখনো সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশের লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় আমরা সেদিন পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে পারব যেদিন মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার গুলো ফিরে পাবে। "মেয়র আরো বলেন, এই লক্ষ্যে মনে করি আগামী ১২ ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০০১ সালের পর থেকে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ নির্বাচন এখনো পর্যন্ত মানুষ দেখেনি। ২০০৮ এর নির্বাচনে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম কারচুপি আমরা দেখেছি সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। আমরা যদি ২০১৪ সালের নির্বাচনের কথা বলি সেটা ছিল একটা ভোটার বিহীন নির্বাচন। ২০১৮ সালের নির্বাচন দিনের ভোট রাতে হয়েছে। ২৪ সালের নির্বাচন আমি-তুমি-ডামির একটা নির্বাচন হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে আছে ২০২৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিকে। গত ১৬-১৮ বছর নির্বাচনের নামে তামাশা দেখেছে জনগণ। নির্বাচনের নামে নির্বাসিত করা হয়েছিল। নির্যাতন করা হয়েছিল। মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায়। সবাই মিলেমিশে একসাথে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষ তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে চায়। মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে চায়। "শহীদ বুদ্ধিজীবীরা একটি লাল সবুজের পতাকার জন্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। আমরা যদি গণতান্ত্রিক একটি বাংলাদেশ ফিরে পেতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের যে অধিকার আমরা হারিয়েছি সে অধিকার আমাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে সবাই মিলেমিশে উৎসবমুখর পরিবেশে 'আমার ভোট আমি দিব, যাকে খুশি তাকে দিব' এই গণতান্ত্রিক চর্চাকে সেদিন আবার সমুন্নত করতে হবে। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায়নি। ইনশাআল্লাহ আমরা মনে করি শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না। বাংলাদেশে আবার গণতন্ত্র সূচিত হবে।" চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মেয়র বলেন, আমাদের এখানে নগর সরকার নেই। আমাদের চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের কোন শহরে সিটি গভর্মেন্ট এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যার কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কমপ্লিটলি সিটি মেয়রের আন্ডারে নেই যেহেতু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নেই। তারপরেও আমরা একটা কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে কাজ করছি। আমি এখনো পুলিশ কমিশনারসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বলতে চাই যেকোন ব্যাপারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সার্বিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।"আমি আধুনিক সিটিগুলোতে ঘুরে এসেছি। লন্ডনে বলুন, কানাডাতে বলুন সেখানকার মেয়রগুলোর আন্ডারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। কারণ সেখানে সিটি গভর্মেন্ট আছে। আমাদের নগর সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা পরিকল্পিত এবং একটা সেফ, ক্লিন, গ্রিন, হেলদি সিটি করাটা আসলে কঠিন। তবে আমরা অবশ্যই চেষ্টা চালিয়ে যাব। যেভাবে আমরা জলাবদ্ধতাকে ইনশাআল্লাহ ৬০ শতাংশ কমিয়ে দিতে পেরেছি সবার সমন্বয়ের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, আমরা যদি কোঅর্ডিনেশনে কাজ করতে পারি সমস্ত সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন গুলো আমরা যদি কাঁধে কাধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে পারি তাহলে এটা অসম্ভব কিছু নয় এই শহরকে নিরাপদ রাখা।"অরক্ষিত বধ্যভূমির বিষয়ে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যেসব বদ্ধভূমি এখনো অরক্ষিত অবস্থায় আছে আমরা সেগুলো সুরক্ষিত করব। আমরা সামনের নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছি। কারণ রাষ্ট্রীয় কিছু বাজেট খুবই দরকার। আমি যখনই কোন একটা ডিপিপি রেডি করে মন্ত্রণালয় দিচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে না কারণ সেখানে বাজেট সংকট রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক কোন সরকার যদি না আসে কেউ বাইর থেকে এসে ইনভেস্টও করছে না। ইতিমধ্যে আমি অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি এই শহরকে সুন্দর করার জন্য।"আমি বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার জন্য, বায়োগ্যাস করার জন্য, গ্রীন ডিজেল করার জন্য, ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করার জন্য কিংবা সোলার ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য পরিবেশবান্ধব একটি শহর করার জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছি। অনেক ডিপিপি রেডি করে ফাইলও মন্ত্রণালয়ে আছে। চট্টগ্রাম শহরের মানুষের জনদুর্ভোগ কমানোর জন্য এবং এই শহরকে একটি সুন্দর জনবান্ধব পরিবেশবান্ধব করার জন্য যা যা করার জন্য দরকার সে আইডিয়াগুলো আমাদের আছে। আমরা মনে করি সামনে যদি একটা

গণতান্ত্রিক সরকার আসে নির্বাচনের মাধ্যমে তাহলে চট্টগ্রামের মানুষের আকাঙ্ক্ষিত কাজগুলো অবশ্যই তারা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে পাবে।" এসময় মেয়র শাহাদাতের সাথে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিনসহ বিভাগীয় ও শাখা প্রধানবৃন্দ এবং সর্বস্তরের জনগণ।

চট্টগ্রামে ভূমিধসের আগাম প্রস্তুতি পরিকল্পনা যাচাই কর্মশালা অনুষ্ঠিত
ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে পাহাড়খেকোদের হাত থেকে চট্টগ্রামকে বাঁচাতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

পাহাড় ভূমিকম্প থেকে প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রদান করে। তাই ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষায় পাহাড়খেকোদের হাত থেকে চট্টগ্রামকে বাঁচাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রবিবার (১৪ ডিসেম্বর) নগরীর হোটেল পেনিনসুলায় সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহায়তায় ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) আয়োজিত "চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পাহাড়ধস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আগাম প্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনা যাচাই" বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমনি মতামত ব্যাক্ত করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সভায় চসিকের পাহাড়ধ্বস প্রবণ ৪টি ওয়ার্ড যথাক্রমে ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর, ৮ নং শুলকবহর, ৯ নং উত্তর পাহাড়তলী ও ১৪ নং লালখান বাজার ওয়ার্ডের প্রণয়নকৃত "এ্যান্টিসিপেটরি এ্যাকশন প্ল্যান" উপস্থাপন করেন ইপসার প্রোগ্রাম ম্যানেজার (মনিটরিং এন্ড রিচার্স) মোরশেদ হাসান মোল্লা ও প্রকল্প কর্মকর্তা শাহরিয়ার আলম। মেয়র বলেন, পাহাড়খেকোদের হাত থেকে চট্টগ্রামকে রক্ষা করা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বিচারে পাহাড় কাটা শুধু পরিবেশ ধ্বংসই করছে না, এটি সরাসরি মানুষের জীবননাশের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ভূমিধস কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়, এটি মূলত মানুষের অবিবেচক কর্মকান্ডের ফল। তাই আগাম প্রস্তুতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি অবৈধ পাহাড় কাটা ও অনিয়ন্ত্রিত বসতির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। পাহাড় রক্ষা, পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পুনর্বাসন—এই তিনটি বিষয় একসাথে বাস্তবায়ন না করলে নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়া সম্ভব নয়। "পাহাড়, মানুষ এবং নগরায়ণের সহাবস্থানকে টেকসই করার যে চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে, ভূমিধস, সেই চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপগুলোর একটি। চট্টগ্রামের ৭,৮, ৯ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ড দীর্ঘদিন ধরেই ভূমিধস–ঝুঁকিতে রয়েছে। পাহাড় কাটা, অনিয়ন্ত্রিত বসতি, বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত ধারা সব মিলিয়ে ঝুঁকির পরিধি দ্রুত বাড়ছে। এই বাস্তবতায় অ্যান্টিসিপেটরি অ্যাকশন প্ল্যান আমাদের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, কারণ এটি দুর্যোগের পূর্বে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।" সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম বলেন, ভূমিধস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আর কোনো বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়; এটি চট্টগ্রামের দৈনন্দিন উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবশ্য পালনীয় অংশ। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, কমিউনিটি প্রস্তুতি, অবকাঠামো সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ, এসব ছাড়া নিরাপদ চট্টগ্রাম গড়া সম্ভব নয়। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। তিনি এ্যান্টিসিপেটরি এ্যাকশন প্ল্যান কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট বলে উল্লেখ করেন এবং পরিকল্পনা প্রণয়ণে এটিকে সিডিএ বিশেষ বিবেচনায় রাখবে বলে উল্লেখ করেন।ইপসার প্রকল্প কর্মকর্তা মুহাম্মদ আতাউল হাকিম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইপসার পরিচালক (সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট) নাছিম বানু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. ইকবাল সরোয়ার, ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার দেলোয়ার মজুমদার। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর অতিরিক্ত পরিচালক রঘুনাথ রাহা, জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলমগীর, জেলা মৎস কর্মকর্তা সালমা আক্তার, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রোমানা আক্তার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর উপ সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হোসেন আহম্মদ সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ এস এম এহসানুল উদ্দিন, ফিরোজ শাহ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, লালখান বাজার শহীদনগর উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি, দৈনিক খবরের কাগজ পত্রিকার ব্যুরো চীফ ইফতেখার উদ্দিন, ইপসার ম্যানেজার সানজিদা আক্তার প্রমুখ। শুরুতে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরেন সেভ দ্য চিলড্রেন ম্যানেজার ফাতিমা মেহেরুন্নেছা তানি। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তারা এ্যান্টিসিপেটরি এ্যাকশন প্ল্যান এর উপর মতামত ব্যক্ত করেন। উল্লেখযোগ্য মতামতের মধ্যে উঠে আসে ভূমিধস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে এটিকে চট্টগ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থার উন্নয়ন, কমিউনিটি প্রস্তুতি, অবকাঠামো সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ কাঠামোতে পাহাড় রক্ষা ব্যবস্থা, পাহাড়ে বসবাসরত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন, নিরাপদ শেল্টার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও "এ্যান্টিসিপেটরি এ্যাকশন প্ল্যান" কে সিটি কর্পোরেশন এর উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকর করে আরও শক্তিশালী, প্রশিক্ষিত ও সক্রিয় করে তোলা, পাহাড়ধস প্রবণ এলাকাকে ঝুঁকিমুক্ত, নিরাপদ ও বাসযোগ্য করার উপর প্রস্তাবনা পেশ করেন।

চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ৩৬৫ বছর উদযাপন

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সায়োনি'জ ওয়ার্ল্ডের উদ্যোগে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ৩৬৫ বছর শীর্ষক এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরের পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নুরুল করিম। এছাড়া সায়োনি'জ ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ তানভীর, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সঞ্জয়সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "চট্টগ্রাম বারো আউলিয়ার পবিত্র ভূমি এবং প্রাচ্যের রানী হিসেবে সুপরিচিত। পাহাড়, সমুদ্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই বন্দরনগরী শুধু অর্থনৈতিক

রাজধানী নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।"তিনি বলেন, "ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা মাস্টারদা সূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো অকুতোভয় বিপ্লবীর জন্ম এই চট্টগ্রামে। জব্বারের বলী খেলা আজ বিশ্ব দরবারে চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে। আমাদের এই গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।" মেয়র আরও বলেন, "চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও চর্চা বাড়াতে হবে। এ ধরনের আয়োজন নগরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখবে।"অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্ট গুণীজনদের আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। নৃত্যাঙ্গনে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পান মুনমুন আহমেদ এবং সংগীতে সম্মাননা প্রদান করা হয় সুজিত মোস্তফাকে। এছাড়া আজীবন সম্মাননায় ভূষিত হন কানিজ আলমাস খান, ক্লিফটন গ্রুপের চেয়ারম্যান এম. কামাল চৌধুরী, শৈল্পিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইলিয়াস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোজাফফর আহমদ, মেট্রোপলিটন হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. হালিমুদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মাসুদ চৌধুরী এবং রাবার বোর্ড অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান পর্বের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে শেষ হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮